দৈনিক সংবাদ

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ ... 13 JUN 1989 ...
পৃষ্ঠা ... 4 কলাম ... 3 ...

13

অবিলম্বে পরীক্ষার ফল প্রকাশের দাবী

আমরা গভীর উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করছি যে, ১৯৮৬ সালের সম্মান (সনাতন) পরীক্ষা ১৯৮৮ সালের জুলাই মাসে শুরু হয়। নভেম্বর মাসে শেষ হয়েছে। দীর্ঘ ১১ মাস পরেও ফলাফল প্রকাশ করা হচ্ছে না। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সেশনজট নিরসনের কথা মুখে বললেও ফল প্রকাশে দীর্ঘসূত্রতা সেশন জট নিরসনের পরিপন্থী। দীর্ঘ দিন হলো পরীক্ষার ফল প্রকাশ না করায় আমাদের সরকারী চাকরির বয়সসীমা অতিক্রান্ত হচ্ছে। আগামী ১০ই জুনের মধ্যে বি,সি,এস পরীক্ষায় দরখাস্ত করার শেষ তারিখ। ফল প্রকাশ না হওয়ায় বি,সি এস পরীক্ষায় আমাদের অংশগ্রহণ অনিশ্চিত। আমরা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নিকট দুই দিনের মধ্যে সকল বিভাগের ফল প্রকাশের জোর দাবী জানাচ্ছি।

উল্লেখ্য, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কোর্স পদ্ধতির পরীক্ষা (বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব) আমাদের অনেক পরে শুরু করেও প্রায় দুই মাস পূর্বে ফল প্রকাশ করেছে। এই ধরনের সিদ্ধান্ত সনাতন পদ্ধতির ছাত্রদের প্রতি বিমাতাসুলভ আচরণের সামিল।

মোঃ সোলায়মান হোসেন
(রাষ্ট্রবিজ্ঞান),
এবং আরও ৩৫ জন পরীক্ষার্থী,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

বাংলাদেশে শিক্ষা পাঠ্যক্রম

'বাংলাদেশে শিক্ষা পাঠ্যক্রম' সম্পর্কে ডঃ ফিরদৌস মাহবুব উল-হক-এর লেখা পাঠ করে কিছু মূল্যবান তথ্য জানতে পারলাম। 'সংবাদ' দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় সামগ্রিক উন্নতি সাধনে যে নিরলস প্রয়াস চালাচ্ছে উক্ত নিবন্ধ এ সময়ে প্রকাশ করা তারই সাক্ষ্য বহন করছে। লেখক প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চস্তরে বৃত্তিমূলক শিক্ষার যে গুরুত্ব দিয়েছেন তাতে আমরা একমত। শিক্ষালাভ করলেই আমাদের দেশের ছাত্র-ছাত্রী চাকরির প্রত্যাশা করেন, বিশেষ করে সরকারী চাকরি। এ প্রত্যাশার অপনোদন দরকার। চাকরির সংখ্যা সীমিত। লোকসংখ্যা অপরিমিত। কাজেই শিক্ষার উদ্দেশ্য জ্ঞানার্জন; সেই জ্ঞান—যা বিরূপ প্রকৃতিকে সুনিয়ন্ত্রণের জ্ঞান দেবে, নিজের অবস্থান বুঝতে শেখাবে। যেকোন কায়িক পেশা হাসিমুখে গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করতে—এমন স্পষ্ট ধারণা শিশুমনে গভীরভাবে প্রোথিত করে দেবার সময় এসেছে। তবে ডঃ হক ইংরেজী ভাষা শেখা বিষয়ে যে অভিমত দিয়েছেন তার সঙ্গে আমরা একমত নই। কেননা নিম্নস্তরে দুটো ভাষা দক্ষতার সঙ্গে আয়ত্তে করা শিশুদের পক্ষে প্রায় অসম্ভব, বিশেষত বাংলাদেশের অবহেলিত ও দুর্গম হাজার হাজার বিদ্যায়তনে। এটা অপচয়মূলক। শুধু কিছু বিদেশী চাকরির মোহে এত বড় জাতীয় অপচয় মেনে নেয়া গ্রহণীয় হতে পারে না। আরবী ভাষা তথা ধর্ম বিষয়কে বাধ্যতামূলক করার প্রস্তাবনাও গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। তাহলে শিশুকে তিনটি ভাষা শিখতে হবে—যা বিশ্বের কোথাও নেই। তাছাড়া এ বিষয়ে দেশের সুধীজন হতে আরও নিবন্ধ সংবাদে পাঠ করতে চাই।

নাজনীন ফেরদৌসী
শিক্ষক,
আইডিয়াল প্রামার স্কুল,
পঃ রায়পাড়া, ঢাকা-[illegible]